

৩৬

জগন্নাথ হলে অভিযান : পুলিশের ব্যাখ্যা

মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশ অভিযানের খবর সম্পর্কে মহানগর পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত (শেষ পৃ: ৫-এর ক: ১২:)

পুলিশের ব্যাখ্যা

(১ম পৃ: পর)

সংবাদে ঘটনার প্রকৃত তথ্য বিবৃত হয় নাই। পুলিশ জানায়, ঐ রাতে বিশ্বস্ত সূত্রে পুলিশ সংবাদ পায় যে, ডা: মিলন হত্যার মামলার পলাতক আসামীর জগন্নাথ হল চত্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে উৎস্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রাত সাড়ে ৯টার জগন্নাথ হল চত্বরে প্রবেশ করে। এ সময়ে হলের কতিপয় ছাত্র পুলিশের প্রতি ইটপাটকেন নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং পুলিশের কাছে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে মিলন হত্যার আসামীরা পলাইয়া বাইতে সমর্থ হয়। পুলিশ প্রথম হইতে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে থাকে এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য ছাত্রদের অবহিত করে। কিন্তু উচ্ছৃংখল ছাত্ররা ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুলিশ দলকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ককটেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে ৬ জন পুলিশ আহত হয়। নিরুপায় হইয়া পুলিশ লাঠি চার্জ ও কঁাদানে গ্যাস ব্যবহার করে।

পুলিশের বক্তব্যে বলা হয়, ঘটনার সময় হল চত্বরে কোন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না। ফলে পুলিশ কর্তৃক শিক্ষক আহত হওয়ার ঘটনা সঠিক নহে। পুলিশ কোন ডবন বা কক্ষে প্রবেশ করে নাই। পুলিশ কর্তৃক কক্ষ তছনছ করার অভিযোগও সঠিক নহে। পুলিশের সঙ্গে কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল না। অভিযানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারী নাদা পোশাকের পুলিশকে ছাত্র বনিয় বর্ণনা করা হইয়াছে।